যায়যায়দিন

তারিখ: 23 JAN 2013
পৃষ্ঠা: ৩ কলাম: ...

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ

কৃষি শিক্ষায় নারীদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বেড়েই চলছে। কৃষিতে উচ্চশিক্ষা ও পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন অনেকে। একটা সময় ছিল যখন হাতেগোনা কয়েকজন নারী শিক্ষার্থী কৃষিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করত। বর্তমানে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ধেকই নারী শিক্ষার্থী। গত পাঁচ বছর ধরে ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৪৬ ভাগই নারী। লিখেছেন **বশিরুল ইসলাম**

বিশ্বজুড়ে কৃষিকে বলা হচ্ছে সম্ভাবনাময় সবুজ পেশার ক্ষেত্র। স্বাধীনতা পরবর্তীতে এ দেশে এত বড় সাফল্য আর কোনো পেশায় অর্জিত হয়নি। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়নের যে তিনটি সেক্টরে ভূমিকা রয়েছে তার মধ্যে কৃষি সেক্টর অন্যতম। ইতোমধ্যে সবুজ অর্থনীতি গড়ার কারিগর হিসেবে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কোনো অংশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাহিদা কম নয় বরং প্রতিনিয়ত এই চাহিদা বেড়েই চলেছে। এখন বাংলাদেশের চারটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদগুলো থেকে ডিগ্রি দিচ্ছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর প্রায় আড়াই হাজার কৃষি বিজ্ঞানী বের হচ্ছে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়ে এ দেশের কৃষির উন্নয়নে নিজেকে নিবেদিত করেছে।

এ বছর রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি অনুষদে ৪৯৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২২৬ জন নারী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। ২০১২ সালে ৪৯৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৪০ জন, ২০১১ সালে ৪৩৭ জনের মধ্যে ১৮৭ জন এবং ২০১০ সালে ৩৩৯ জনের মধ্যে ১৫৪ জনই নারী শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। নবাগত শিক্ষার্থী সুরাইয়া আক্তার বলেন, আমার অনেক কঠিন পরিশ্রম করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পেরে নিজেকে আজ খুবই ধন্য মনে হচ্ছে। মেডিকেল, বুয়েটে ভর্তি হতেই হবে এই ধারণা অত্যন্ত ভুল, আমরা কৃষিতে পড়াশোনা করে কৃষি উন্নয়ন করে বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে উচ্চ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব। গত কয়েক বছরে ছাত্রীসংখ্যার আধিক্যের কারণে শেকৃবির ছাত্রী হলে ব্যাপক সিট সঙ্কট দেখা দেয়। এ কারণে বর্তমান বছরে কোনো নতুন ছাত্রীকে সিট দেয়া হচ্ছে না। তবে জুনের নির্মিত দশতলা বিশিষ্ট দেশরত্ন শেখ হাসিনা হল উদ্বোধন হলে এ সঙ্কট থাকবে না বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য প্রফেসর মো. শাদাত উল্লা।

শেকৃবি কৃষিতত্ত্ব মাঠে হাতে-কলমে কৃষিকাজ শিখতে ব্যস্ত ছাত্রীরা

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য প্রফেসর মো. শাদাত উল্লা বলেন, সন্দেহ নেই শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। গ্রামের প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে বিভাগীয় শহরের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। আজ থেকে ১৮ বছর আগে ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের হার ছিল ৩৩ শতাংশ আর উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরে প্রায় ২০ শতাংশের মতো। কিন্তু এখন ছাত্রদের পেছনে ফেলে ছাত্রী ভর্তির হার প্রতিটি স্তরে ৫০ শতাংশেরও বেশি। কৃষি সেক্টরে নারী কৃষি বিজ্ঞানীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য নির্মিত হচ্ছে দশতলা বিশিষ্ট দেশরত্ন শেখ হাসিনা হল। আগামী জুন মাসের মধ্যে এই হলের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হবে। ফলে মেয়েদের আর আবাসিক সমস্যা থাকবে না।